ইহার উপায় কি? এইজন্যই ত বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা Faculty of Commerce and Industry স্থাপিত হওয়ার প্রয়োজন।*

ছুটি খাঁ।

ভুল।

ভুল ত সকলেরই হয়। রাজা মহারাজা, এবং প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক বড় বড় ব্যক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য রাম, শ্যাম, যদু, গোপাল পর্য্যন্ত সকলেই ত ভুলের দাস। কে বলিতে পারে—'আমি ভুল করি নাই' বা 'করিব না'? ভুলই মানুষের স্বভাব, ভুলই মানুষের প্রকৃতি। স্বপ্ন কি? ভুল না সত্য? কে বলিবে আমি সত্যই স্বপ্ন দেখিয়াছি। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র কাঁদে কেন? সেও ত একটা ভুল। যদি বল, "দুঃখের সংসারে আসিয়া পড়িল, কাঁদিবে না?" তবে মৃত্যুতে এত ভয় কেন? কোলে লইয়া আদরে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিলে পড়িয়া যাইবার ভয়ে আড়ষ্ট হয় কেন? সেও ত মৃত্যুভয়। একটু বড় হইল, তখন খেলা ফেলিয়া আর পড়িবে না, জীবনে কষ্ট পাইবে। লেখাপড়া করিলে ত জীবনে দাসত্ব করিবে সেও ত দুঃখ, সেও ত একটা মস্ত ভুল। বার্দ্ধক্যে মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন মরিতে নারাজ। তখন মনে হয় 'হায় মরিব? কেন আমার কি এখন মরণের বয়স হইয়াছে? এই ত সেদিন আসিলাম। তবে এত শীঘ্র ডাকাডাকি কেন? দুটা দিন একটু শান্তিতেই কাটিতে দেও না?' কিন্তু মৃত্যুতে যদি এতই বীত-স্পৃহ তবে মৃত্যু জয় করিতেই বা এত উদাসীন কেন? সেটাও কি একটা ভুল নয়? তাই বলিতেছিলাম ভুল ত সকলেই করে। তবে পার্থক্য এই যে কাহারও ভুলে একটা প্রলয়কাণ্ডের সৃষ্টি হয়, আবার কাহারও ভুলে কিছুই হয় না। এটাই বা কেন, এটাও ত একটা ভুলের কার্য্য। তবে একটা কথা এই বড়লোকের ভুলগুলির জন্য বিশেষ আসিয়া যায় না। ভুলগুলি যেন নির্ভুল হইয়া, উজ্জ্বল হইয়া বসিয়া থাকে। ভুল লইয়াই যেন সকলের গৌরব। তাঁহারা

---

* প্রবন্ধ-লেখকের মতামতের জন্য এ পক্ষ দায়ী নহেন। —সম্পাদক।

ভুল করিয়া জগৎকে কৃতার্থ করিয়া দেন। ভুলই তাঁহাদের শোভা, ভুলই তাঁহাদের মান। ভুলের কি আশ্চর্য্য শক্তি! এই বড়লোকদের ভুলগুলিকেই আবার ভুল করিয়া সকলে সমাদর করেন।

অনেকের ভুলেই অনেকে ক্ষমা পায়, কিন্তু তা'র একটীমাত্র ভুলের জন্য ভুল করিয়াও ত সে একদিনও ক্ষমা পায় নাই, কেন যে সে পায় নাই তা সে নিজে বুঝিয়া সংশোধন করিবারও সময় পায় নাই। সংশোধন-চেষ্টাও তাহার পক্ষে ভুল হইত। ভগবান্ যেন রাজ্যের ভুলের শাস্তি ভোগ করিতেই তাহাকে পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু সে ত একদিনও বলে নাই "আমি আর সহিতে পারিব না।" বেদনা-ভরা বুকখানা জোরে চাপিয়া ধরিয়া শুষ্ক কালিমাময় মুখে সে ত জীবনের দিনগুলি নীরবেই কাটাইয়া দিয়াছে। সে যখন ছিল, তখন সকলে মনে করিত তাহাকে ব্যথা দিলে কোনও পাপ নাই, দুঃখ নাই, আছে শুধু আমোদ। কিন্তু হায় ব্যথা যে তাহাকে দিনে দিনে তিল তিল করিয়া ক্ষয় করিতেছিল, কে তাহা জানিতে চাহিত? কে তাহা দেখিত? কে তাহাকে দেখিয়া বলিত, "আহা ছেলেটী যে শুকাইয়াই মরিতে বসিল।"

তা'র নাম ছিল অমল। তা'র দেহের গঠনখানা সুন্দরই ছিল। মুখ খানা ছিল যেন একটী প্রস্ফুটিত কমল। নীল পদ্মের মত সুন্দর ভাসা ভাসা চক্ষু দুইটী তা'র, আহা কি সুন্দর কি চিত্তাকর্ষক! চক্ষু দুইটী দিয়া যেন তাহার হৃদয়ের সমস্ত বেদনার রাশি ঢালিয়া দিত। কিন্তু কই কেউ ত সেদিকে একবার তাকাইলও না।

বৃত্তিসহ মাইনর পাশ করিয়া সে আসিয়া আমাদের ক্লাসে ভর্ত্তি হইল। সে যেদিন ভর্ত্তি হইল আমিও সে দিন নূতন সেই ক্লাসে, সেই স্কুলে যাইয়া ভর্ত্তি হইলাম। এইরূপে একদিনে আমরা নবাগত দুইজন এক ক্লাসে ভর্ত্তি হওয়াতে উভয়ের মধ্যে একটু আলাপ হইল। ক্রমে আলাপ বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছিল, কিন্তু বড় দেরীতে। আমাদের বাসা প্রায় কাছাকাছি ছিল, কাজেই বই নেওয়া ফেরত দেওয়া এইরূপে আসা-যাওয়াতে অনেক সময়েই দুজনে একত্রে যাইতাম।

যাক্ সে কথা। ক্রমে পরীক্ষা আসিল, ফল বাহির হইলে দেখিলাম, সে প্রথম হইয়াছে আমি দ্বিতীয় হইয়াছি।

এই হইতেই আমার দুর্ব্বুদ্ধি হইল। আমি তাহাকে ঈর্ষ্যা করিতে লাগিলাম। তাহার সঙ্গে মেশামিশিটাও কমাইয়া দিলাম।

তখন একদিন দেশে বড় কলেরা আরম্ভ হইয়াছে; বৈকালে আমি বসিয়া আছি, এমন সময় দেখিলাম অমল আমাদের বাড়ীর দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। তাহার ব্যাকুলতা দেখিয়া আমি একটু অগ্রসর হইলাম। সে দৌড়াইয়া আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আমাকে বলিল, "বিনোদ ভাই, আজ আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। বাবা আজ আমাদিগকে ফাঁকি দিয়া স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন।" শুনিলাম তাঁহার কলেরা হইয়াছিল। এই আকস্মিক, মর্ম্মান্তিক সংবাদে আমিও অনেকটা অভিভূত হইলাম কিন্তু তাহাকে বিশেষ কিছুই সান্ত্বনা দিতে পারিলাম না। কেন পারিলাম না তাহাই ত ভাবি। হায় আমি কি মূর্খ, কি অধম, কি পাষণ্ড! যথারীতি তাহার পিতার সৎকার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তাহার সঙ্গে তাহাদের গৃহেই গেলাম, কিন্তু যাহা দেখিলাম তাহাতে বড় বিচলিত হইয়া পড়িলাম। দেখিলাম অমলের মাতারও কলেরা হইয়াছে। তিনি শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছিলেন। শীঘ্র ডাক্তার ডাকা হইল, কিন্তু কিছুই হইল না। এক ঘণ্টার মধ্যেই তিনিও স্বামীর পশ্চাদ্‌বর্ত্তিনী হইলেন। অমল অনাথ হইল।

আজ ছয়মাস যাবৎ অমল আমাদের বাড়ীর পাশের বাড়ীতে একটী ছোট ছেলেকে পড়ায় এবং তাহাদের বাড়ীতেই থাকে ও খায়। সে বলিত সে ভালই আছে, কিন্তু আমি দেখিতাম ক্রমশঃ যেন সে ম্লান হইয়া পড়িতেছিল। তখন পূজার ছুটি, একদিন সে আমার নিকট হইতে একখানা বই লইতে আসিল। আমি দেখিলাম তাহার বাঁ হাতখানা ভয়ানক ফুলিয়া গিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "অমল তোমার হাতে কি হইয়াছে?" সে বলিল, "ও বিশেষ কিছুই নয়"। অমল যে ছেলেটিকে পড়াইত সে সঙ্গে ছিল, সে বলিল, "কাল বাবা মেরেছেন।" আমার বড় দুঃখ হইল, বড় রাগও হইল, কিন্তু সেই ছেলেটীকে যেমন দুই চারিটী কড়া কথা শুনাইয়া দিতে অগ্রসর হইতেছি অমনি অমল বলিল, "ওকি কর ভাই, ছিঃ।"

সে স্বরে এমনি একটা দৃঢ়তা, একটা ধৈর্য্যের সুর ছিল যে আমি একেবারে অবাক্ হইয়া পড়িলাম। আমার বুক ফাটিয়া কান্না আসিতে লাগিল।

সেই দিন হইতে আমি অমলকে চিনিলাম। কিন্তু বড় দেরীতে চিনিয়াছিলাম।

কিছুদিন পরেই পরীক্ষা আসিয়া পড়িল। পরীক্ষার আগের দিন সকালবেলা আমি পড়ার ঘরে বসিয়া পড়িতেছি এমন সময়ে অমলের সেই ছাত্রটি আসিয়া আমাকে বলিল, "বিনোদ বাবু, বাবা আজকে মাষ্টার বাবুকে ভয়ানক মেরেছেন। তিনি শুইয়া কি রকম ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন।" আমি বলিলাম, "কি করেছিল সে?" ছেলেটী বলিল, "আজকে আমাকে একটু আগে ছুটি দিয়াছিলেন, আমি ও পাড়ায় খেল্‌তে গিয়াছিলাম, তাই।" আমি তাড়াতাড়ি অমলের নিকট গেলাম। কিন্তু যাহা দেখিলাম তাহাতে আমার প্রাণ একেবারে ফাটিয়া যাইতে লাগিল। দেখিলাম সে রক্ত বমি করিতেছে। সরকারি ডাক্তারখানা হইতে ঔষধ আনিয়া দিলাম, তাহাতে রক্ত বন্ধ হইল বটে কিন্তু সে বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িল।

পরদিন কোনও প্রকারে উঠিয়া যাইয়া অমল পরীক্ষা দিল; কিন্তু এইরূপে ৪ দিন ক্রমান্বয়ে পরীক্ষা দিয়া তাহার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। বিছানা হইতে সে আর উঠিতে পারিত না। পরীক্ষার পর এক সপ্তাহ কাটিয়া গিয়াছে। একদিন আমরা কয়েক জনে পুকুরের ধারে বসিয়া নানা গল্প করিতেছি। কেহ বলিতেছে এবার আমিই প্রথম হইব, কেহ বলিতেছে অমল এবার অসুখ নিয়া পরীক্ষা দিয়াছে, সে কখনই প্রথম হইতে পারিবে না; ইহাতে আমিও বেশ আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছি, এমন সময়ে অমলের সেই ছাত্রটি দৌড়াইয়া আসিয়া বলিল, "আপনারা শীঘ্র আসুন। বাবা ডাকিতেছেন। অমল বাবু যে কি রকম করিতেছেন।" আমরা দৌড়াইয়া গেলাম। কিন্তু হায়, তখন দীপ নির্ব্বাণ হইতেছে। আমাদের দেখিয়া তা'র মরণাহত মুখখানা একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আমার হাতে ধরিয়া সে অতি ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, "ভাই প্রথম হইয়া তোমাকে বড় দুঃখ দিয়াছিলাম, ক্ষমা করিও—যাই তবে।"

তা'র পর? তা'র পর আর কি? সব অন্ধকার! ঐখানে ঐ স্বর্গের জীব ঐ স্বর্গরাজ্যের জ্যোৎস্নালোকে ভাসিয়া ভাসিয়া মিলাইয়া গেল। আর আমি? ওগো আমি আজ বড় ব্যথা লইয়া দুঃখ আঁখিনীরে ভাসিয়া ভাসিয়া দ্বারে দ্বারে তা'র সেই করুণ স্মৃতি গাহিয়া বেড়াইতেছি। ওগো এস কে গো

দেবে সান্ত্বনা। আমার হৃদয় যে ফাটিয়া গেল। না না, শান্তি আছে, শান্তি আছে। অশ্রুনীরই আমার সান্ত্বনা। অমল, তোমার স্মৃতিই আমার বেদনা-মাখা সুখ। তুমি কি ঐ চাঁদের কোলে বসিয়া আমাকে দেখিতেছ? চলে যেও না অমল, আমিও একদিন যাইতেছি। বুকের বোঝা কি একদিন নামাইতে পাইব না?

পরীক্ষার ফল বাহির হইল। কিন্তু এ কি আশ্চর্য্য? এবারও দেখি অমলই প্রথম এবং আমি দ্বিতীয় হইয়াছি। কিন্তু অমল, ভাই, তোমার কথাই ত সত্য হইল। তুমি যে নাই, তাই আমিই প্রথম হইয়াছি। হায় অমল, তুমি কি আমাকেই প্রথম করিবার জন্য চলিয়া গেলে? হায়— হায়, আমারই ত ভুল হইয়াছিল। কেন আমি তোমার উন্নতিতে দুঃখিত হইয়াছিলাম? ভুল— ভুল—সব ভুল।

শ্রীসুকুমার ঘোষ,
দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী, 'A' শাখা।

ব্যথা।

গিয়াছে ভাঙ্গিয়া সাধের বীণাটি
ছিঁড়িয়া গিয়াছে মধুর তার,
গিয়াছে শুকায়ে সরস মুকুল
সকলি গিয়াছে কি আছে আর?
নিবিল অকালে আমার প্রদীপ
ভেঙ্গে চুরে গেল বাসনা যত,
টুটিল অকালে সুখের স্বপন
জীবন মরণ একই মত।
জীবন মরণ একই মতন
ধরি এ জীবন কিসের তরে
ভগন হৃদয়ে ভগন পরাণ
কতকাল আর রাখিব ধ'রে?